জাহান্নাম সিরিজ-৮

النار আন্ নার পর্ব-২

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়ঃ জাহান্নাম সিরিজ-৮النار আন্ নার পর্ব-২। আন্নার অর্থ হচ্ছে আগুন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন'আম

১) তুমি যদি দেখতে ,যখন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের কিনারে দাঁড় করানো হবে আর তারা বলবে "হায় যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হতো তাহলে আমরা আর আমাদের প্রভুর আয়াতকে অস্বীকার করতাম না।"

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ২৭

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ
بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামে দাঁড় করানো হবে , তখন তারা বলবেঃ হায়! আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম।

২) আল্লাহ বলবেনঃ জাহান্নামের আগুনই তোমাদের আবাস, চিরদিন তোমরা সেখানেই থাকবে।

সুরা ৬ আন'আম,আয়াতঃ ১২৮

আর যেদিন আল্লাহ সকলকে একত্রিত করবেন, সেদিন তিনি বলবেনঃ হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা তো মানুষের মধ্যে অনেককে বিভ্রান্ত করে নিজেদের অনুগত করে নিয়েছিলে আর মানুষের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি এবং আমরা সে নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়েছি যা আপনি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তখন(কিয়ামতের দিন) আল্লাহ(সমস্ত কাফের জ্বিন ও মানুষকে) বলবেনঃ জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান, তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন(তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে) তোমাদের প্রতিপালক অতিশয় কুশলী এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আ’রাফ</u>

৩) তারা (কাফিররা) হবে আগুনের অধিবাসী।

সুরা ৭ আল আ’রাফ, আয়াতঃ ৩৬

وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ

النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾

আর যারা আমার বাণী ও বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অহংকার করে তা হতে দূরে সরে রয়েছে , তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

৪) আল্লাহ বলবেন, “তোমাদের আগে যেসব জিন ও মানবসম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে আগুনে দাখিল হও।

সুরা ৭ আল আ’রাফ, আয়াতঃ ৩৮

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ

فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا

فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا

فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّ لٰكِنْ لَّا

تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

আল্লাহ বলবেনঃ তোমাদের পূর্বে মানুষ ও জ্বিন হতে যে সব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর, যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে, তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে , পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন পরবর্তীগণ ,পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে,সুতরাং আপনি এদের জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুন দিন তখন আল্লাহ বলবেনঃ প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ রয়েছে ; কিন্তু তোমরা তা জ্ঞাত নও।

৫) জান্নাতবাসী আগুনের অধিবাসীকে বলবে, "আমাদের প্রভু আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রভু তোমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তোমরা কি তা সত্য পেয়েছো?" তারা বলবে হ্যাঁ।

সুরা ৭ আল আ'রাফ,আয়াতঃ৪৪

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا
رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ
مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾

আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের(উপহাস করে) বলবেঃ আমাদের প্রতিপালক যে সব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা তা বাস্তবভাবে পেয়েছি; কিন্তু তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য ও বাস্তবরূপে পেয়েছো? তখন তারা বলবে হ্যাঁ, পেয়েছি, (এ সময়) তাদের মধ্যে জনৈক ঘোষক ঘোষনা করে দেবেন যে,যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

৬) আর যখন তাদের(আরাফবাসীদের) দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে আগুনের বাসীদের প্রতি, তখন তারা বলবে, 'আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এ যালিম লোকদের সাথি করো না।"

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ৪৭

وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا

تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۷﴾

আর যখন জাহান্নামবাসীদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে , তখন তারা (আরাফবাসীরা) বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।

৭) আগুনের বাসী জান্নাতবাসীকে বলবে," আমাদের দিকে কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও। তখন তারা বলবে " আল্লাহ এ দু'টি জিনিসই হারাম করে দিয়েছেন কাফিরদের জন্যে।"

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ৫০

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ

الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى

الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۰﴾

আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবেঃ আর আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলা দাও অথবা তোমাদের আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর, তারা বলবেঃ আল্লাহ এসব জিনিস কাফেরদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আনফাল</u>

৮) এছাড়াও কাফিরদের জন্যে রয়েছে আগুনের আযাব।

সুরা ৮ আনফাল, আয়াতঃ ১৪

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

এটাই তোমাদের শাস্তি , সুতরাং তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ কর,(তোমাদের জানা উচিত যে,) কাফেরদের জন্যে রয়েছে অগ্নির শাস্তি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত তাওবা</u>

৯)তারা (কাফিররা) এমন লোক যাদের সমস্ত আ'মল নিষ্ফল হয়ে গেছে। জাহান্নামের আগুনেই তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

সুরা ৯ আত তাওবা, আয়াতঃ১৭

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফুরী স্বীকার করে সাক্ষ্য দেয় তখন তারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এটা সঙ্গত নয়। তারা এমন যাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

১০)যেদিন সেগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে , পাঁজরে এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে, সেদিন বলা হবে , এ হলো সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমিয়ে রেখেছিলে ।

সুরা ৯ আত তাওবা, আয়াতঃ৩৫

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ

جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا

كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে । অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাটসমূহে , পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশ সমূহে দাগ দেয়া হবে, (আর বলা হবে) এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর ।

১১) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ ও তার রাসুলের যারা বিরোধিতা করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ৯ আত তাওবা , আয়াতঃ৬৩

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

তারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহো তার রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন এরূপভাবে যে, সে তাতে অনন্তকাল থাকবে , এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।

১২) আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারী আর কাফিরদের ওয়াদা দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের।

সুরা ৯ আত তাওবা, আয়াতঃ ৬৮

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ

فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

আল্লাহ মুনাফিক পুরুষদের ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, যাতে তারা চিরকাল থাকবে, এটা তাদের জন্যে যথেষ্ট, আর আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।

১৩)তারা (মুনাফিকরা) তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে বলেছিলোঃ "গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।" "তাদের বলো জাহান্নামের আগুন এর চাইতেও অনেক বেশী গরম"।

সুরা ৯ আত তাওবা, আয়াতঃ৮১

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْۤا اَنْ

يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي

الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

পশ্চাদবর্তী লোকেরা (তাবুকের যুদ্ধে) উৎফুল্ল হয়ে গেল রাসুলুল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে নিজেদের গৃহে বসে থেকে এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো, অধিকন্তু বলতে লাগলোঃ তোমরা (এই

ভীষণ) গরমের মধ্যে বের হয়ো না; (হে নবী!) তুমি বলে দাওঃ জাহান্নামের আগুন (এর চেয়ে) অধিকতর গরম যদি তারা বুঝতে পারতো।

১৪) যে তার ঘরের ভিত স্থাপন করে কোন গর্তের ধ্বংসোন্মুখ কিনারে ফলে তা সেটাকে নিয়েই পড়ে যায় জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ৯ আত তাওবা, আয়াতঃ ১০৯

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ
أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَ
اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

তবে কি এমন ব্যক্তি উত্তম, যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি আল্লাহর ভীতির উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন গহ্বরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ এমন যালিমদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইউনুস</u>

১৫)তাদেরই আবাস হবে জাহান্নামের আগুনে তাদের মন্দ কৃতকর্মের কারণে।

সুরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ৮

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

এইরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের কার্যকলাপের কারণে।

১৬) তারাই (যারা কামাই করে মন্দ কর্ম) হবে জাহান্নামের আগুনের অধিবাসী।

সুরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ২৭

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ
مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ
اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেবে; আল্লাহ (এর শাস্তি)শাস্তি হতে কেউই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না, যেন তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে অন্ধকার রাত্রির পরতসমূহ দ্বারা ; এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা হুদ</u>

১৭।আর আখেরাতে তাদের(দুনিয়া পুজারীদের) জন্যে জাহান্নামের আগুন ছাড়া কিছুই থাকে না।.....যারাই এটাকে (কুরআনকে) অস্বীকার করে আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান।

সুরা ১১ হুদ, আয়াতঃ ১৬,১৭

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا

صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

এরা এমন লোক যে, তাদের জন্যে আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছিলো তা সবই আখেরাতে অকেজো হয়ে যাবে এবং যা কিছু করবে তাও বিফল হবে।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِن قَبْلِهِ

كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَّ رَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَ مَن يَكْفُرْ

بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

অতঃপর যে তার রবের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছে এবং তাকে তেলাওয়াত করেন তার পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী (মুহম্মদ সঃ) এবং তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব যা পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ। এমন লোকেরাই এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান রাখে; আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এই কুরআন অমান্য করবে, তার দোযখ হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান, অতএব তুমি এই (কুরআন) সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়ো না, নিঃসন্দেহে এটা সত্য কিতাব তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হতে; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়ন করে না।

১৮)কিয়ামতের দিন সে (ফেরাউন) তার অনুগামী কওমের সামনে সামনেই থাকবে এবং তাদের নিয়ে প্রবেশ করবে জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ১১ হুদ,আয়াতঃ ৯৮

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ

الْمَوْرُوْدُ ﴿۹۸﴾

কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে উপনীত করে দেবে দোযখে, আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান যাতে তারা উপনীত হবে।

১৯) হতভাগারা থাকবে জাহান্নামের আগুনে। তাদের জন্যে থাকবে কেবল চিৎকার আর আর্তনাদ।

সুরা ১১ হুদ, আয়াতঃ ১০৬

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ ﴿۱۰۶﴾

অতএব যারা দুর্ভাগা হবে তারা তো দোযখে এইরূপ অবস্থায় থাকবে যে , তাতে তাদের চিৎকার .....আর্তনাদ হতে থাকবে।

২০)যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তাহলে তোমাদের স্পর্শ করবে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ১১ হুদ, আয়াতঃ ১১৩

وَ لَا تَرْكَنُوْۤا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ

دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

আর তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না , অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে না , অতঃপর তোমাদেরকে কোন সাহায্যও করা হবে না।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আর রা’দ</u>

২১) এরাই তাদের প্রভুর সাথে কুফুরী করেছে আর তাদের গলায়ই থাকবে থাকবে লোহার শিকল এবং তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

সুরা ১৩আর রা’দ, আয়াতঃ ৫

وَ اِنۡ تَعۡجَبۡ فَعَجَبٌ قَوۡلُهُمۡ ءَ اِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَ اِنَّا لَفِىۡ خَلۡقٍ
جَدِيۡدٍ ؕ اُولٰٓـئِكَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓـئِكَ الۡاَغۡلٰلُ فِىۡۤ
اَعۡنَاقِهِمۡ ۚ وَاُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ۝٥

যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথাঃ(মৃত্যুর পর) মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করবো? ওরাই ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ শৃংখল, ওরাই জাহান্নামী এবং সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী।

২২) আর কাফেরদের পরিণাম হবে জাহান্নামের আগুন ।

সুরা ১৩ আর রা’দ, আয়াতঃ ৩৫

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ
اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّ ظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۚ وَّ عُقْبَى
الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿۳۵﴾

মুত্তাকিদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে , তার উপমা এইরূপঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ীঃ যারা মুত্তাকী এটা তাদের কর্মফল এবং কাফিরদের কর্মফল জাহান্নাম।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইব্রাহীম</u>

২৩) আর জেনে রাখ, তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা হলো জাহান্নামের আগুন।

সুরা ১৪ ইব্রাহীম, আয়াতঃ ৩০

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ
مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿۳۰﴾

আর তারা আল্লাহর সমকক্ষ উদ্ভাবন করে তার পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্যে; তুমি বলঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে জাহান্নামই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

২৪) তাদের জামা হবে আলকাতরার, আর তাদের চেহারা ঢেকে নেবে আগুন।

সুরা ১৪ ইব্রাহীম, আয়াতঃ ৫০

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّ تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿۵۰﴾

তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , মুখে ঈমান ও ইসলামের স্বীকৃতির সাথে সাথে অন্তরের বিশ্বাস এবং কর্মের প্রতিফলনের মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে আমরা মুমিন-মুসলমান না মুনাফিক- কাফির। আসুন আমরা মুখে স্বীকৃতি , অন্তরে গভীর বিশ্বাস এবং কর্মের মাধ্যমে মুমিন মুসলমান হয়ে যাই। তাহলেই আল্লাহ আমাদেরকে বিচারের দিন আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……